আশা-নিরাশার দোলাচলে সুদান

লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

শান্তির সম্ভাবনা জেগে উঠেছে আফ্রিকার গৃহযুদ্ধপীড়িত দেশ সুদানে। খার্তুমের ইসলামী সরকার আর তেলসমৃদ্ধ দক্ষিণাঞ্চলীয় খ্রিস্টান বিদ্রোহীদের মধ্যে ২২ মাসের আলোচনার সফল পরিণতি পেলো ২৬ মে, কেনিয়ার অবকাশ কেন্দ্র নাইভাশায়। আশা করা হচ্ছে, এর ফলে দীর্ঘ ২১ বছরের গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটবে দেশটিতে।

১৯৫৬ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বিরামহীনভাবে যুদ্ধ চলছে সুদানে। মাঝে ১৯৭২-৮৩ এই ১১ বছর বিরতি ছিল। ১৯৮৩ সালে বিদ্রোহ করে দক্ষিণাঞ্চলে কৃষ্ণাঙ্গ খ্রিস্টান এবং প্রকৃতি পূজারীরা। এ বছর উত্তরাঞ্চলীয় আরবরা সমগ্র সুদানে ইসলামী শরিয়া আইন প্রবর্তন করে। বিদ্রোহীরা গঠন করে 'সুদান পিপলস লিবারেশন আর্মি'। যদিও শুরু থেকেই এসপিএলএ বলেনি তাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য কোনটি- স্বায়ত্তশাসন না স্বাধীনতা। এই দীর্ঘ গৃহযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে ২০ লাখ মানুষ। গৃহহারা হয়েছে আরো কয়েক লাখ।

কয়েক বছর ধরে আন্তর্জাতিক মহল চেষ্টা করছিল সুদানে গৃহযুদ্ধ নিরসনের। গত বছর শেষদিকে আসে প্রথম সাফল্য। সুদান সরকার দক্ষিণাঞ্চলকে ৬ বছরের জন্য স্বায়ত্তশাসন দিতে রাজি হয়। সিদ্ধান্ত হয়, এরপর দেশজুড়ে দক্ষিণাঞ্চলের স্বাধীনতা প্রশ্নে একটি গণভোটের আয়োজন করা হবে। সেই লক্ষ্যে এবারের শান্তিচুক্তিটিও চূড়ান্ত নয়। সম্ভবত আগামী মাসে ওয়াশিংটনে স্বাক্ষরিত হবে চূড়ান্ত শান্তিচুক্তিটি।

দু'পক্ষের বিবদমান ইস্যুগুলো এতোই নাজুক যে, চুক্তি সম্পাদনের ঠিক আগ মুহূর্তে ভেস্তে যেতে বসেছিল সব। বিদ্রোহী গ্রুপ এসপিএলএ'র দাবি ছিল- দক্ষিণাঞ্চল ছাড়াও খার্তুমের ইসলামী শরিয়া আইন তুলে নিতে হবে। তেলসমৃদ্ধ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল আবেয়ি, নীল নদ প্রদেশ এবং নুবা পার্বত্য এলাকাকে দক্ষিণাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অবশেষে সিদ্ধান্ত হয়েছে, খার্তুমে অর্থাৎ উত্তরাঞ্চলে ইসলামী সরকার বহাল থাকবে। বিতর্কিত অঞ্চল তিনটির ৫৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ থাকবে সরকারের হাতে। বাকি ৪৫ শতাংশ বিদ্রোহীদের। এ ছাড়া চূড়ান্ত শান্তিচুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আরো কয়েকটি সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেছে দু'পক্ষ। তেল রাজস্ব ৫০-৫০ হারে ভাগাভাগি করবে সরকার আর বিদ্রোহীরা। ২ শতাংশ পাবে তেল উৎপাদনকারী অঞ্চল। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাঠামোও ঠিক করা হয়েছে। সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিং এবং পশ্চিমা ধাঁচের দুটো ব্যবস্থাই একত্রে চলবে।

এখন চূড়ান্ত শান্তিচুক্তির আগে যে বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে তা হলো জাতিগত সংঘাত দমন। আলোচকদের আশা, সপ্তাহখানেকের মধ্যে তারা এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবেন। সরকার এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় বিদ্রোহীরা ইতিমধ্যে উভয় পক্ষের যোদ্ধা নিয়ে ৩৯০০০ সদস্যের একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠনে রাজি হয়েছে। আশা করা যায়, এই সম্মিলিত সেনাদল জাতিগত সংঘাত দমনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

তেল ভাগাভাগি

বিশ্লেষকরা দু'পক্ষে আধাআধি তেল রাজস্ব ভাগ করে নেয়ার সিদ্ধান্তে একই সঙ্গে অবাক ও আনন্দিত হয়েছেন। তেলসমৃদ্ধ এই

আফ্রিকান দেশটি বর্তমানে বিশ্ববাজারে তেল রপ্তানি করে। শরিয়া আইনের বিরোধিতায় দক্ষিণাঞ্চলে বিদ্রোহ হলেও এক পর্যায়ে মূলত তেলের বখরা পাওয়াই বিদ্রোহীদের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এরপর যুক্ত হয় আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলোর অশুভ রাজনীতি।

সুদানে বর্তমানে প্রতিদিন বছরে আড়াই লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদন হয়। বছরে তেল বিক্রি থেকে আয় ২০০ কোটি ডলার। সরকারের তেল মন্ত্রণালয়ের আশা, ২০০৫ সাল নাগাদ এই উৎপাদনকে দৈনিক ৫ লাখ ব্যারেলে উন্নীত করা। যদিও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ২০০৭ সাল নাগাদ সুদান দৈনিক ৪ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদনে সক্ষম হবে।

দেশটি তেলসম্পদের সম্ভাবনা দেখে হাজির হয়েছিল বিশ্বের বহুজাতিক তেল সিন্ডিকেট শেল, এক্সন, টোটালের মতো কোম্পানিগুলো। কিন্তু তেল অনুসন্ধানের অজুহাতে বিস্তৃত তেলসমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহ থেকে অধিবাসীদের বিতাড়িত করতে সুদান সরকারকে একরকম বাধ্য করার পর মানবাধিকার গ্রুপগুলো সমালোচনা শুরু করে। অবশেষে ইউরোপ ও আমেরিকার কোম্পানিগুলো সরে আসে। বর্তমানে এ অঞ্চলে কাজ করছে চিনের সিএনপিসি, ভারতের ওএনজিসি এবং মালয়েশিয়ার পেট্রনাস। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, গৃহযুদ্ধ বন্ধ হলে ইঙ্গ-মার্কিন কোম্পানিগুলো এশিয়ার বিনিয়োগকারীদের সরিয়ে পুনরায় সুদানে কাজ শুরু করতে পারবে।

সুদানের পশ্চিমাঞ্চলে আরব মিলিশিয়াদের তাণ্ডবের চিত্র

দারফুরের কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্রোহী

মার্কিন স্বার্থ

সুদানের গৃহযুদ্ধ নিরসনে মার্কিন মধ্যস্থতা সবার নজর কেড়েছে। শান্তিচুক্তি সম্পাদনের দিন কেনিয়ায় উপস্থিত ছিলেন আফ্রিকা বিষয়ক মার্কিন অস্থায়ী সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী চার্লস স্লাইডার। এ ছাড়া শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল। মোট কথা, বুশ প্রশাসন সুদান বিষয়ে ভীষণ সচেতন, যুক্তরাষ্ট্র কথা দিয়েছে, আগামী মাসে ওয়াশিংটনে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের পর দেশটির সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করবে এবং অর্থনৈতিক অবরোধ তুলে নেবে।

এর একটি কারণ সম্ভবত বিশ্বব্যাপী বুশের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্রের ভয়, তথাকথিত সন্ত্রাসীরা সুদানের ভেতর ঘাঁটি গাড়তে এবং প্রশিক্ষণ নিতে পারে। ৯০ দশকের প্রথম দিকে আল-কায়েদা নেতা ওসামা-বিন-লাদেন খার্তুমে বাস করতেন।

তবে অনেকে মনে করেন, রিপাবলিকান পার্টিতে কট্টর ডানপন্থী খ্রিস্টানদের প্রাধান্য থাকায় সুদানের দক্ষিণে একটা স্বাধীন, তেলসমৃদ্ধ খ্রিস্টান রাষ্ট্র দেখতে তারা খুবই আগ্রহী। তারা মনে করে, সুদানে মুসলমানদের হাতে খ্রিস্টানরা নিগৃহীত হচ্ছে। বিষয়টি তদারকির জন্য প্রেসিডেন্ট বুশ জন ড্যানডর্ফ নামে এক কূটনীতিককে ২০০১ সালে সুদানে বিশেষ প্রতিনিধি করে পাঠান।

এ ছাড়া, জাতিসংঘের মাধ্যমে সুদানে বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক সাহায্য পাঠনোর পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর চাপ বাড়ছিল। উপরন্তু, সুদানের প্রতি আকৃষ্ট হবার পেছনে তেল একটি বড় ফ্যাক্টর। যদিও সংশ্লিষ্টরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র এ মুহূর্তে সুদানি তেলের ওপর নির্ভরশীল নয়।

দারফুর সংকট

দক্ষিণাঞ্চলীয় বিদ্রোহীদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করেও শান্তিতে নেই সুদান সরকার। কেননা, দেশটির পশ্চিমাঞ্চল দারফুরে নতুন করে বিদ্রোহ দানা বেঁধেছে গত বছর প্রথম থেকে। এ সময় দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলটির বিক্ষুব্ধ মানুষ সরকারি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা শুরু করে। বিদ্রোহীদের বক্তব্য, সরকার আরব জনগোষ্ঠীর পক্ষ নিয়ে কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান অধিবাসীদের নিষ্পেষণ করছে। ঐতিহাসিকভাবেই ভূমি এবং পশুপালনের অধিকার নিয়ে দু' সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। দারফুরের বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিচ্ছে দুটো গ্রুপ। একটি সুদান লিবারেশন আর্মি (এসএলএ), অন্যটি 'জাস্টিস অ্যান্ড ইকুইটি মুভমেন্ট (জেম)। শেষোক্ত গ্রুপটির সঙ্গে বর্ষীয়ান বিরোধী নেতা হাসান আল-তুরাবির যোগসূত্র রয়েছে।

বিদ্রোহ দমনে সরকারি নীতির সমালোচনা করছে মানবাধিকার গ্রুপগুলো। তাদের দাবি, কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সরকার উট কিংবা ঘোড়সওয়ার আরব মিলিশিয়া বাহিনী 'জাঞ্জাবিদ'কে লেলিয়ে দিয়েছে। এদের সহায়তা দিচ্ছে সরকারি বিমানবাহিনী। জাঞ্জাবিদ মিলিশিয়ারা দারফুরে হত্যা, লুটপাট, ধর্ষণসহ সব ধরনের অপকর্ম করছে। মানবাধিকার গ্রুপগুলোর মতে, প্রাণ বাঁচাতে অন্তত ১ লাখ লোক পার্শ্ববর্তী দেশ চাদে পালিয়ে গেছে। মারা গেছে কয়েক হাজার। গ্রুপগুলো বলছে, যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে দারফুরে ভয়াবহ মানবিক সংকট দেখা দিতে পারে। প্রতিবেশী চাদ যদিও আলোচনার চেষ্টা চালাচ্ছে, কিন্তু কার্যকর আন্তর্জাতিক সমর্থনের অভাবে আলোচনা থেমে যাচ্ছে। এদিকে বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, দক্ষিণাঞ্চলীয় বিদ্রোহীদের সাফল্যে দারফুরের বিদ্রোহীরা উজ্জীবিত হলে যুদ্ধ আরো মারাত্মক মোড় নিতে পারে।